খুচরো কথা - ১৫

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা...

নন্দিনী হোসেন

কবি শামসুর রাহমান এর একটি কবিতা থেকে ধার করে আমার আজকের খুচরো কথার শিরোনাম দিলাম। আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি কবিতা এটি। ঘাতক কাঁটায় কতভাবে যে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে আমাদের সভ্যতা, কতভাবে রক্তক্ষরণ ঘটছে সভ্যতার শরীর প্রকাশ্য,অপ্রকাশ্য কাঁটার আঘাতে তার হিসেব কে রাখে !

বাংলাদেশে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে অনেক কিছুই হচ্ছে, যা এই কিছুদিন আগেও ভাবাই যেতনা। কিন্তু, কিছু কিছু বিষয়ে জন প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মেলানো তো দূরের কথা -সরকার এক ধরনের নীরবতা অবলম্বন করেছে বলেই মনে হয়। আগামী কাল ১৫ই অগাষ্ট। এ দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করলে ভালো করত সরকার। দিনটা অবশ্যই রাষ্ট্রিয়ভাবে পালন করার প্রয়োজন ছিল। এ সরকারের সুযোগ ছিল অনেক অমীমাংসিত বিষয়ের স্থায়ী সমাধান করে যাওয়ার। তাহলে ইতিহাসের পাতায় তাঁদের ঠাঁই হত স্বর্ণাক্ষরে, একথাটি লিখাই বাহুল্য। যদিও এটা আশার কথা যে, হত্যাকারীদের বিচারের গতি শ্লথ হলেও আবার শুরু হয়েছে। তারপরও যেটা বলতে চাই, শুধুমাত্র পচাঁত্তরের হত্যাকারীদের বিচার করেই ক্ষান্ত দিলে ভুল করা হবে। অবিলম্বে ফিরে তাকানো প্রয়োজন একাত্তরের ঘাতক দালালদের দিকেও। নিজামী, মুজাহিদরা কেন এখনও সকল ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে, তা বিস্ময় জাগায় বৈকি ! এদের খুঁটির জোর নিয়ে দেশে বিদেশে নানা জনে নানা কথা বলেন, আমরা অবশ্য এসব কথা শুনে ভরকে যেতে রাজী নই ! যুদ্ধাপরাধের বিচার করা না হলে এই জাতি কোনদিন মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে দাড়াঁতে পারবেনা। জাতি সসম্মানে সামনের দিকে এগুতে পারবেনা। একাত্তর, পঁচাত্তরের পাপের বোঝা নিয়ে শুরু করা জাতি তাই বার বার হোঁচট খেয়ে মুখ তুবড়ে পড়ে । এ দেশের, এ জাতির সবল মেরুদন্ড নিয়ে সগৌরবে বেঁচে থাকতে হলে এসবের মিমাংসা চিরদিনের জন্য হয়ে যাওয়া অতি অবশ্যই জরুরী। নাহলে, মুখ তুবড়ে বার বার হোঁচট খাওয়াই হবে নিয়তি (মানুষ্য সৃষ্ট)! এ থেকে আমরা পরিত্রান চাই। এবং অবিলম্বে।

আরেকটা বিষয় নিয়ে দু’কথা লিখে আমার আজকের লেখা শেষ করব। ‘ধর্মোন্মাদ ঘাতকেরা’ তসলিমা নাসরীনের উপর আক্রমণ করে ‘ধর্ম’ বিষয়টা যে কতটা নির্লজ্জ, কতটা অসহিষ্ণু হতে পারে তা যেন আরেকবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তবে যে যাই বলুক, আমি অবশ্য তাতে মোটেই বিস্মিত হইনি। ক্ষুব্ধ হয়েছি বলা যায় মাত্র ! এই উন্মাদদের কাছে এছাড়া আর কিইবা আশা করা যায় ! ভারত রাষ্ট্রটিতে গণতন্ত্রের চর্চা চলে আসছে দীর্ঘকাল

ধরে এটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তারপরও কথা থাকে। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীদের যে তোষণ নীতি চালায় সরকার গুলো, তাও অতীব লজ্জাজনক। এ বিষয়ে কি কংগ্রেস, কি বামদল সবাই সমান। যেখানে একজন লেখক তাঁর লেখার জন্য ধর্ম উন্মদদের হামলার শিকার হোন, রাষ্ট্র তা দৃঢ় হাতে ঠেকানোর কোন প্রয়োজন মনে করে না - সেখানে গণতন্ত্র যে ভিতরে ভিতরে অনেকটাই ফাঁকা বুলি তাও এইসব ঘটনায় মাঝে মাঝেই প্রকাশ হয়ে পরে। বিজেপি সহ হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর কথা না হয় বাদই দিলাম, প্রগিতিশীল দল বলে পরিচিত কংগ্রেস আর বামদলগুলো যে হারে ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের তলে তলে মদদ যোগায় তা আমরা বারে বারেই প্রতক্ষ্য করেছি। আসলে ভোটের রাজনীতি বড় বালাই ! এর চরিত্র বড়ই বিচিত্র ! যারা ভোটের রাজনীতি করে তাদের কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু বোধহয় প্রত্যাশা না থাকাই ভালো। এখন আমরা এটাই দেখার অপেক্ষায় থাকলাম ‘ধর্মউন্মাদ’ দের স্থান কোথায় হয়। এরা কি আদৌ বিচারের আওতায় আসবে নাকি তসলিমার মস্তক কতলের হুকুম দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে !

১৪/০৭/০৭